সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	প্রণবকুমার সাহা, কেকা ঘোষ
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.10
Pages	205-220
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.10
প্রবন্ধ জমাদান: ১৫ জানুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ২০৫-২২০

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’

প্রণবকুমার সাহা[১] **কেকা ঘোষ**[২]

১ সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পূর্ণিদেবী চৌধুরী গার্লস কলেজ
ইমেইল: pranabksaha13@gmail.com
২ অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: kekaghosh1991@gmail.com

সারসংক্ষেপ

‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’র পথ চলা শুরু হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১২ চৈত্র। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল রাঢ় অঞ্চলের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের আলোচনা। এই অঞ্চলের সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টার জন্য প্রাচীন পুথি ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহেও ভূমিকা নেয় প্রতিষ্ঠানটি। পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ছাড়াও এই সাহিত্যসভা পুথি সম্পাদনা, গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ এবং সাহিত্য গবেষণার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। রাঢ়ের সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহে এক সময় উদ্যোগী হয় সংস্থাটি। সাহিত্যসভার অধিবেশন কেবল প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না, সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে সংগীত, অভিনয়, পট-প্রদর্শন, কবিগানেরও আয়োজন হতো। এই প্রবন্ধে সাহিত্যসভা গড়ে ওঠার ইতিহাস, এর উদ্দেশ্য এবং সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে।

মূলশব্দ

‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’, ‘বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ’, পুথি সংগ্রহ, রাঢ় অঞ্চল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, শব্দকোষ, সাহিত্য গবেষণা।

বর্তমান যুগের প্রতি যেমন আমাদের কর্তব্য আছে তেমনি যে অতীতের ওপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত তার প্রতিও আমরা দায়বদ্ধ। আজ রাঢ় অঞ্চলের মানুষ নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত। অথচ একদা বর্ধমানের আত্মমগ্ন সাহিত্যসাধক সুকুমার সেনের প্রতিষ্ঠিত 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা' বর্তমান সাহিত্যপিপাসুদের কাছে অজ্ঞাত অথবা প্রায়শই অবজ্ঞাত। বস্তুত এই সাহিত্যসভার কোনো অস্তিত্বই এখন নেই। কিন্তু কেন এই অবলুপ্তি? অনুমানে বলা যায়, যে উদ্দেশ্যে 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠিত, 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ'ও সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। যেখানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও অন্যান্য গ্রন্থগার সরকারি এবং নানা ব্যক্তির সাহায্য ও প্রতিষ্ঠানিক সমর্থন পেয়ে এসেছে, সেখানে অবশ্যই বঞ্চিত ছিল 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা'। অথচ গ্রন্থাগারটি বিংশ শতাব্দীতে স্বয়ং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আবদুল করিম, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, কালিকারঞ্জন কানুনগো, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রথমনাথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, শান্তিদেব ঘোষ, গোপাল হালদার, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তি কর্তৃক এবং নানাবিধ পত্রপত্রিকায় প্রশংসিত।

ইতিহাসের পুনবির্চার হয়। আর তাই 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা'র ওপর নব আলোক-সম্পাতের প্রয়োজন আমরা উপলব্ধি করে 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা' গড়ে ওঠার ইতিহাস, উদ্দেশ্য, নিয়মাবলি, বিশেষত্ব, বাংলা সাহিত্যে তার গুরুত্ব এবং অন্তিম পরিণতির দিকগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্ধমান জেলার বিশেষ করে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা'। সালটা ছিল ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১১ চৈত্র, খ্রিষ্টীয় ১৯৩৭ সাল। সভার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। সেই সঙ্গে এ সম্বন্ধে Notes and quaries ধরনের ছোট ছোট প্রবন্ধ ছাপা ও মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করা। উক্ত ছাপা ও অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। সাহিত্যসভার উদ্দেশ্য কীরূপ ছিল; প্রথম বর্ষের কার্যবিবরণে সে কথা উল্লেখ আছে। সাহিত্যসভার উদ্দেশ্য হলো[১]—

> বর্দ্ধমান তথা রাঢ় ভূমি ও তাবৎ বাঙ্গালাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতির চর্চ্চা ও অনুসন্ধান এবং পুঁথিপত্র ও বিবিধ প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা ১৩৪৩ সালের চৈত্র মাসে স্থাপিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কয়েকজন সদস্য সে যুগের স্বদেশী ধর্মী ও বিশিষ্ট বাগ্মী বলাই দেব শর্মার ৩ নং ভবানী ঠাকুর লেনের বাড়িতে সমবেত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা'। স্বভাবতই এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এরূপ সাহিত্যসভা গড়ে ওঠার পিছনে কী কারণ ছিল। যদিও সুনন্দনকুমার সেনের বক্তব্য থেকে এই কারণটি অনুধাবন করা যায়। এ প্রসঙ্গে সুনন্দনকুমারের অভিমতটি তুলে ধরা হলো[২]—

> গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে বর্ধমানে একটি সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (বর্ধমান) নামে। এই পরিষদের স্থায়ী সভাপতি ছিলেন উদয়চাঁদ মহতাব। অধিবেশন বসত রাজ পাবলিক লাইব্রেরিতে, বাংলা মাসের প্রথম রবিবার। মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি পাঠ অর্থাৎ নিখাদ সাহিত্য আলোচনা। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেই সংস্থার সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য ঘটে মূলত স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধী একটি প্রবন্ধ পাঠ এবং কোনও এক সভ্যের রচিত একটি ব্যঙ্গ কবিতাকে কেন্দ্র করে।
>
> বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সংস্থা ছেড়ে বেরিয়ে যান। প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কমলাক্ষ চৌধুরী, বলাই দেবশর্মা প্রমুখেরা ছিলেন এই গোষ্ঠীতে, তাঁরা উদ্যোগী হলেন প্রতিযোগী সংস্থা তৈরিতে। এঁরা অধ্যাপক সুকুমার সেনের কাছে নতুন সাহিত্য সংস্থা তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব দেন। এরই ফল, 'বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসভা'।

সাহিত্যসভার সৃষ্টিকালে সমবেত হয়েছিলেন সুকুমার সেন, গোলাম মহিউদ্দিন, প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, মুকুন্দ মাড়োয়ারী, কমলাক্ষ চৌধুরী, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তি। আজীবন সদস্যদের জন্য পঁচিশ টাকা চাঁদা ধার্য হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় 'বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসভা'র অন্যতম কান্ডারি সুকুমার সেন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এ একাধিকবার নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* তিনি একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন।[৩] তাঁর ছাত্র পঞ্চানন মণ্ডলও বর্ধমান শাখায় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।[৪]

যাই হোক, সাহিত্যসভার প্রথম বর্ষের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন সুকুমার সেন, সহকারী সভাপতি মৌলবী সৈয়দ গোলাম মহিউদ্দিন এবং সম্পাদক হিসাবে বিবেচিত হন প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সভার প্রথম অধিবেশনে (১১ চৈত্র ১৩৪৩) সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য এবং ঔচিত্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর একাধিক প্রবন্ধ এবং একটি কবিতা পাঠ করা হয়। প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়; প্রবন্ধটি হলো 'বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুধর্ম্মের ভাবধারা'। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পাঠ করেন মুকুন্দ মাড়োযারী; প্রবন্ধের নাম 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য'। তারপর 'সাহিত্যে ম্যাটসিনি' প্রবন্ধটি পাঠ করেন কমলাক্ষ চৌধুরী। সবশেষে এই অধিবেশনে কবিতা পাঠ করেন দাশরথি তা। কবিতার নাম 'ভারতের অতীতগাথা'।

অতঃপর বেশ কিছুদিন পর প্রথমনাথ দের আহ্বানে তাঁর বাড়িতে ৩ বৈশাখ ১৩৪৪ তারিখে দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ভবানীদাস মজুমদার। সেখানে কেবল প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'বঙ্কিম সাহিত্যের মূলকথা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রায় এক মাস পর জ্যৈষ্ঠ মাসে সুকুমার সেনের আহ্বানে বিমলেন্দুভূষণ বসুর বাড়িতে তৃতীয় অধিবেশন হয়। বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হেমেন্দ্রমোহন বসু এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। প্রথমটি দিবাকর ভট্টাচার্যের 'নাম ও রূপ' এবং দ্বিতীয়টি অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'নামমাহাত্ম্য'। এভাবে চলতে থাকে সাহিত্যসভার অধিবেশন। ভবানীদাস মজুমদারের আহ্বানে তাঁর বাড়িতে ১ আষাঢ় ১৩৪৪ তারিখে চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। দিবাকর ভট্টাচার্য, বলাই দেবশর্মা, সুধীরকুমার নাগ ও সুকুমার সেন *মেঘদূত* বিষয়ে প্রবন্ধ

পাঠ করেন। অনুরূপভাবে প্রথম বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উক্ত বর্ষে আরো দুটি বিশেষ অধিবেশন হয়। প্রথমটি বর্ধমান টাউন হলে ১৭ চৈত্র ১৩৪৩ তারিখে; সভাপতিত্ব করেন শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাও রাখেন। দ্বিতীয়টি শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ তারিখে; সভাপতিত্ব করেন শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় এবং দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। অধিবেশনে বাদলচন্দ্র দে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সেই সঙ্গে কলমকৃষ্ণ বসু, বলাই দেবশর্ম্মা এবং সুকুমার সেন প্রবন্ধ পাঠ করেন ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, ভবানীদাস মজুমদার এবং শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে এই সাহিত্যসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো। সংস্থার আর্থিক সংকটের সময়ে সাহিত্যসভার গৃহনির্মাণ সমিতির সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ মল্লিক সকল সদস্যদের কাছে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব মানতে রাজি হলেন না সভার বাকি সদস্যরা। প্রস্তাবটি ছিল এ রকম[৫]—

> গৃহ নির্ম্মাণ সমিতির কার্য্য নানা কারণে আশানুরূপভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মল্লিক, এম্-বি, মহাশয় তাঁহার মাতৃদেবীর সম্মতিক্রমে তাঁহার পিতৃদেব বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জীনিয়র স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, বি-ই, মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নিজেদের গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডস্থিত পৈতৃক বাড়ীর আউট-হাউসটিকে প্রয়োজন হইলে সভার জীবৎকাল অবধি ব্যবহারের জন্য দান করিতে স্বীকার করায় এই সভার পক্ষ হইতে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তবে বছরের মধ্যে বেশির ভাগ অধিবেশন বসত সুকুমার সেনের 'সুবাস্তু' আবাসনে। সে সকল সভায় শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক নানা আলোচনা হতো। পরে সাহিত্যসভার স্থায়ী ঠিকানা হয় 'সুবাস্তু', ৪০৩ জি টি রোড। এর সতেরো বছর পরে সংস্থাটি সরকারি রেজিস্ট্রেশন পায় (নং ২১৬১৯/৬১/১৯৫৪-৫৫)। 'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা'র কথা আচার্য সেনের আত্মজীবনী গ্রন্থের প্রথম পর্বে উল্লেখিত হয়েছে। সভার সেই সকল অধিবেশনে অনেক সাহিত্যরসিক ব্যক্তি আসতেন। তাছাড়া সুকুমার সেন সপ্তাহ শেষে বর্ধমান এলে শনি, রবি এবং সোমবার—তিন দিন দুবেলা তাঁর 'সুবাস্তু' গৃহে সাহিত্যের আড্ডা বসত। সেই আড্ডায় নিয়ম করে দুবেলা যোগ দিতেন তখনকার টাউন স্কুলের হেডমাস্টার সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল (পরবর্তীকালে তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হয়ে অবশেষে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন), এছাড়াও তখনকার রাজ স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক শৈলেন্দ্রকুমার রায়, বর্ধমান রাজ কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক কালীপদ সিংহ, শিক্ষক পাঁচুগোপাল রায়, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের স্বনামধন সেকেণ্ড মাস্টার হেমেন্দ্রমোহন বসু, অবসরপ্রাপ্ত ডিআই ক্ষীরোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তি।

মূলত 'বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা'র উদ্দেশ্য কীরূপ ছিল তা জানা যায় প্রথম বর্ষে প্রকাশিত কার্যবিবরণের নিয়মাবলি থেকে। নিয়মাবলি ছিল এইরূপ[৬]—

১। বাঙ্গালা দেশের বিশেষ করিয়া রাঢ় ভূমির সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস আলোচনা ও গবেষণা এবং তদ্দ্বারা সাধারণের মধ্যে বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আকর্ষণ করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সভাকর্তৃক পুঁথি ও বিবিধ প্রত্নবস্তু সংগ্রহ এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করা হইবে।

২। সদস্যগণের বার্ষিক চাঁদা এক টাকা মাত্র। ইহা অগ্রিম দেয়। যিনি এককালে ন্যূনপক্ষে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিবেন তিনি আজীবন সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

৩। নূতন সদস্য হইতে হইলে সভার যে কোন মাসিক অধিবেশনে সদস্য পদপ্রার্থীর নাম প্রস্তাবিত, সমর্থিত এবং নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক।

৪। সভার বার্ষিক অধিবেশনে সেই বৎসরের জন্য সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইবে এবং অতিরিক্ত দুইজন সদস্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

৫। সদস্যগণের দেয় বার্ষিক চাঁদা ব্যতিরেকে অন্য দান অথবা আজীবন সদস্যের এককালীন প্রদত্ত চাঁদা স্বতন্ত্র তহবিলে জমা হইবে। তাহা পুস্তক মুদ্রণ, গৃহনির্ম্মাণ, আসবাব ক্রয় অথবা পুঁথি ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ ব্যতিরেকে অন্য কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না।

৬। সভার নিয়মাবলী সংশোধন অথবা নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করিতে হইলে সভার সদস্যগণের অন্ততঃপক্ষে দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি আবশ্যক।

ঠিক এক বছর পর ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে সাহিত্যসভার নিয়মাবলিতে আরো কিছু নতুন সংযোজন ঘটে। সংযোজিত অংশ নিম্নরূপ[৭]—

১। আধুনিক লেখকদিগের বিশিষ্ট রচনা প্রকাশ করা হইবে। সভার অধিবেশনে নানা বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ এবং কাব্যপাঠ ও সঙ্গীতাদির অনুষ্ঠান হইবে।

৪। অতিরিক্ত দুইজন অথবা তিনজন (যুগ্ম বা সহকারী সম্পাদক না থাকিলে) সদস্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। পরবর্তী নূতন সমিতি গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরাতন কার্য্যকরী সমিতি বহাল থাকিবে।

৬। নিয়মাবলীর সংশোধন, পরিবর্ত্তন অথবা সংযোজন করিতে হইলে সদস্যদিগের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি আবশ্যক। পর পর সাধারণ দুই অধিবেশনে ইহা সম্ভবপর না হইলে চক্রাবৃত্তিযোগ (In circulation) সংসাধিত হইবে।

২ পুথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্যসভার কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে রাঢ় অঞ্চলের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের আলোচনা। রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টার জন্যই প্রাচীন পুথি ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহেও ভূমিকা নেয় এই সভা। সেই সঙ্গে প্রাচীন কবি ও আধুনিক লেখকদের রচনা, আলোচনা ও প্রকাশ করতে থাকে। সার্বিক সাফল্য না মিললেও পুথি সংগ্রহের কাজটি দীর্ঘদিন নিষ্ঠা ও সাফল্যের সঙ্গে করেছিল

সাহিত্যসভা। এ কাজে যাঁর ভূমিকা সব থেকে বেশি, তিনি পঞ্চানন মণ্ডল। সাহিত্যসভার সম্পাদক প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে জানান[৮]—

> আমাদের উৎসাহী সদস্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল, এম্-এ, মহাশয় কর্তৃক রাঢ়ের স্থাপত্য বিষয়ে গবেষণা এবং পুথি সংগ্রহ। পঞ্চানন বাবু ইতিমধ্যেই বহু মূল্যবান্ পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই আরো সংগ্রহ করিবেন এমন আশা আছে। আশা করি বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসভা অচিরে পঞ্চানন বাবুর গবেষণায় গৌরবভাগী হইতে পারিবেন।

তিনি পরে বিশ্বভারতীর পুথি বিভাগের অধ্যক্ষ হন। 'বৰ্দ্ধমান সাহিত্যসভা'র সংগৃহীত পুথির সংখ্যা আনুমানিক নয়শো। পুথিগুলির ভাষা ও লিপি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাংলা, কিছু সংস্কৃত। এই পুথিগুলি মূলত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, গণিত আর্যা, চৈতন্য জীবনীকাব্য, গান, ডাক ইত্যাদি বিষয়ক ছিল। এর মধ্যে শুধু ধর্মমঙ্গলের পুথির সংখ্যা ২৫০। যার অনেকগুলি খণ্ডিত।[৯] ভাবতে অবাক লাগে, সরকারি বা বেসরকারি সহযোগিতা ছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুথিগুলি সংগৃহীত হয় জেলার নানা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চানন মণ্ডলের পুথি সংগ্রহের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হলো[১০]—

> ১৯৪০ সালে ছাত্রজীবন শেষ 'চাস ও রিচাস' মিলিয়ে মৌলিক গবেষণা করার উদ্দেশ্যে গোতান নিবাসী সেন মহাশয়ের পরামর্শ মতো, বর্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামটিকে কেন্দ্র করে আমি গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘরে পুরানো হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ করতে লেগেছিলুম। প্রথম রাউণ্ডেই ১৯৪০ সালে রূপরামের বস্তা বস্তা পুঁথি আমাদের হাতে এলো।
>
> আমাদের আদর্শ, বেঙ্গাগ্রামের পুঁথি পশুপতি কুণ্ডু ও তদীয় আত্মীয়বর্গের সহায়তায় আমাদের হাতে এলো। সে পুঁথির মালিক ছিলেন বেঙ্গা গ্রামের ধর্ম পণ্ডিত নিরাপদ বাগ্‌দী। নস্কর দীঘি গ্রামের পুঁথি পেলুম যতীন্দ্রনাথ দে-এর আন্তরিক উদ্যোগে। সে পুঁথির মালিক ছিলেন সংস্কৃতিমান্ ডোম পণ্ডিত জানকীনাথ। জানকীনাথেরা বাড়ীতে টোল চালাচ্ছিলেন বংশানুক্রমে। সে টোলে ব্রাহ্মণ ছাত্রও পড়ত তখন। এই রকম তখন দেখেছিলুম বাঁকুড়ার ময়নাপুরে। ব্রাহ্মণের মতো পূজা-অর্চনাতেও ছিল তাঁদের মৌলিক অধিকার। দ্বারকেশ্বর তীরে হরিপুর গ্রামের পুঁথি কুলকী গ্রাম নিবাসী উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের কঠিন পরিশ্রমে আমাদের অধিগত হয়েছিল। সে পুঁথির মালিক ছিলেন জেলে পণ্ডিত অমূল্য বিদ্যান্ত। জগৎপুরের পুঁথি আমরা পেয়েছিলুম কুলকী গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীপদ মণ্ডল এবং শ্রীযুক্ত বিমলাক্ষ প্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের তদ্বিরের ফলে, এবং সে পুঁথির মালিক ছিলেন জগৎপুরের কেদারনাথ পণ্ডিত মহাশয়। রূপরামের স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার উৎসবের সময় আমাদের ছোটবৈনানের পল্লীশ্রী বাড়ীতে তিনি দল বল নিয়ে এসেছিলেন 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' গান করে শোনাবার জন্যে। পিলখাঁ গ্রামের পুঁথি আমরা পেয়েছিলুম গৌড়হাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত অজিতকুমার কুণ্ডুর বিশেষ সন্ধানের ফলে এবং সে পুঁথির মালিক ছিলেন বাগ্‌দী পণ্ডিত অবিনাশ চন্দ্র। কাজোড়ার পুঁথি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন বর্ধমানের শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল রায়। ধর্মপোতার পুঁথির মালিক ছিলেন চণ্ডাল সুষেণ পণ্ডিত। এই পুঁথি আমরা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলুম হাতীর পিঠে চড়ে। অভিযান পরিচালনা করেছিলেন বর্ধমান রাজের আরামবাগ এস্টেটের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট তোরকোণা নিবাসী সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়।—এই সকল অভিযানে আমার ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন কেশবচন্দ্র পাত্র। ...

> পরবর্তীকালে পুঁথি সংগ্রহে আমরা দুই দোহার ছিলেন শ্রীমান্ তারকদাস মোহান্ত আর শ্রীমান্ রামরতন রায়। এঁদের পুঁথিস্তূপেও রূপরামের রচনা এসেছিল। আমরা সেগুলিকে পায়রাখোঁটা করে নিয়েছিলুম। সেসব পুঁথি এখন আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের বর্ধমান সাহিত্যসভার অধিকারে।

সাহিত্যসভা সেকালে গবেষকদের কাছে পুথিচর্চার অন্যতম সারস্বত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে মদনমোহন গোস্বামীর ১৯৫৩ সালে লিখিত একটি চিঠির অংশ তুলে ধরা হলো[১১]—

> ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বর্দ্ধমান সাহিত্য সভাতে ভারতচন্দ্রের কোন পুঁথি নাই, দুই-একটি ছিন্ন-পত্র আছে যাহা তালিকা হইতে স্বভাবতঃই বাদ পড়িয়েছে।

এই বক্তব্য থেকে এও বোঝা যায় সাহিত্যসভা পুথি সংরক্ষণে কতখানি উদ্যোগী ছিল। এমনকি, পুথির তালিকাও প্রস্তুত করেছিল। সাহিত্যসভার এই অমূল্য সম্পদ এখন জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

সাহিত্যসভা কেবল পুথি সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত ছিল না। প্রায় প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন একাধিক গবেষক। তার মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত সুকুমার সেন ‘মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার কাব্য’, ‘কাশীরাম দেব ও তাঁহার কাব্য’,‘চৈতন্যচরিতামৃত’,‘কলিকাতার প্রাচীনতম কবি রাধাকান্ত মিশ্র ও তাঁহার কাব্য’, ‘নরসিংহ বসু ও তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য’, ‘বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের গোড়ার কথা’, ‘রামকান্ত রায়ের ধর্ম্মমঙ্গল’, ‘ভগীরথ বন্ধু রচিত চৈতন্যসংহিতা’, ‘চণ্ডীদাস’, ‘বিদ্যাপতি’, ‘প্রাচীন মৈথিল সাহিত্য ও বিদ্যাপতি’, ‘প্রাচীন আসামী সাহিত্য’, ‘প্রাচীন উড়িষ্য সাহিত্য’, ‘মঙ্গলকাব্য পালা শব্দের অর্থ’, ‘শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ পুস্তকের আলোচনা’, ‘মনসার নামাবলী’, ‘ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত অপ্রকাশিত গৌরাঙ্গবিজয় কাব্য’, ‘কবি গিরিধন দাসের বাসস্থান’, ‘চর্য্যাগীতিতে ধর্ম্ম সাধনা’, ‘কবিকঙ্কণের দেশত্যাগ কাল’, ‘জীব গোস্বামী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে নূতন তথ্য’, ‘জয়দেব-পদ্মাবতী সম্বন্ধে নূতন তথ্য’, ‘কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম সম্বন্ধে কয়েকটি নূতন তথ্য’ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সুকুমার সেন ছাড়াও এ কাজে অগ্রসর হন সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কালীপদ সিংহ, মণীন্দ্রনাথ মজুমদার, দিবাকর ভট্টাচার্য, পঞ্চানন মণ্ডল, পাঁচুগোপাল রায়, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ গবেষক।

সাহিত্যসভার অন্যতম লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করা। সাহিত্যসভার এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে ‘প্রকাশিকা’ নামে দুটি সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় সাহিত্যসভার ঠিক আট বছর পর ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। তখন সাহিত্যসভার সভাপতি ছিলেন হেমেন্দ্রমোহন বসু, সহসভাপতি ছিলেন ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক ছিলেন প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ‘প্রকাশিকা’র আখ্যাপত্রটি ছিল এরূপ: ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা-২/ প্রবন্ধমালা/ ১/ বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা/ বর্দ্ধমান/ ১৩৫১’। উক্ত প্রবন্ধমালায় মোট পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; যথা: পঞ্চানন মণ্ডলের ‘ময়ূরভট্ট-

রহস্য’ (পৃষ্ঠা ১-৪), পাঁচুগোপাল রায়ের ‘এক নূতন ধর্ম্মমঙ্গল-কবি’ (পৃষ্ঠা ৫-৭), সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের ‘মহাম্মদ মিরন ও বাহার দানেশ’ (পৃষ্ঠা ৮-১৭), সুকুমার সেনের ‘প্রাচীন-সাহিত্য প্রসঙ্গ’ (পৃষ্ঠা ১৮-২৯), পঞ্চানন মণ্ডলের ‘মাণিক গাঙ্গুলীর শীতলামঙ্গল’ (পৃষ্ঠা ৩০-৩৪)। এ সম্পর্কিত পঞ্চানন মণ্ডলকে লেখা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠির অংশ উপস্থাপন করা যাক[১২]—

> ... একটা ব্যাপারে আপনাকে চিঠি লিখিতেছি। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকাগুলি সন্ধান করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ঐ সংখ্যাগুলি আমি কেমন করিয়া পাইতে পারি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাইবেন কি?

এইরূপ অনুসন্ধান থেকে বোঝা যায় ‘প্রকাশিকাগুলি’র গুরুত্ব কতখানি। বলাই বাহুল্য, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একাধিক নতুন নতুন কবি ও কাব্যের সন্ধান পেতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩ গ্রন্থ প্রকাশ

পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও প্রকাশ ছাড়াও সাহিত্যসভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সুকুমার সেনের *ভাষার ইতিবৃত্ত*। যার মূল্য ছিল দুটাকা। তার কয়েক বছর পর সাহিত্যসভার সম্পাদক প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানান[১৩]—

> শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় প্রণীত ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। সেন-নীবীর অর্থে ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সভাকর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ‘শ্রীকৃষ্ণপুর রাজারামপুর মিত্র বংশ’ দুই এক মাসের মধ্যেই মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

সম্পাদকের এই বক্তব্যের ঠিক এক বছর পর *ভাষার ইতিবৃত্ত* দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে। অতঃপর আলোচ্য গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে। তারপর ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য ও কালীপদ সিংহের সম্পাদনায় *ঘনরাম চক্রবর্তীর সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু* পুস্তিকা (পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫) প্রকাশিত হয়। পুস্তকাটি উৎসর্গ করা হয় সাহিত্যসভার প্রথম সহসম্পাদক সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়কে। উৎসর্গ পত্রটি নিম্নে তুলে ধরা হলো—

> সাহিত্যসভার প্রথম সহ-সম্পাদক, উদীয়মান সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক অকালপরলোকপ্রাপ্ত স্বর্গীয় সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, সাহিত্যরত্নের স্মৃতি এই অপ্রকাশিত পূর্ব্ব প্রাচীন কাব্যখানির সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হল।

গ্রন্থটি ভারতী প্রেস বর্ধমান হতে ধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদিত পাঠ ও সমীক্ষা-টিপ্পনীতে সিদ্ধান্তিত পাঠনির্ণয় ও পাঠবিমর্শ অংশ দেওয়া হয়েছে। টীকা অংশে পুথিতে প্রাপ্ত মূল পাঠকে রেখেছেন সম্পাদকদ্বয়।

এরপর বিনয়চন্দ্র মিত্রের *শ্রীকৃষ্ণপুর রাজারামপুর মিত্রবংশ* প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য, সাহিত্যসভার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো বাংলা সাহিত্যের আসনে ধর্মমঙ্গলের অন্যতম প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি রূপরাম চক্রবর্তীকে প্রতিষ্ঠা দান। রূপরামকে ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’র পুনরাবিষ্কার বললেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত কবির কাব্যকে প্রথম সম্পাদিত আকারে সকলের সামনে নিয়ে আসেন সুকুমার সেন ও তাঁর যোগ্য ছাত্র পঞ্চানন মণ্ডল। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে সাহিত্যসভা থেকে সর্বপ্রথম *রূপরামের ধর্মমঙ্গল* (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বন্দনা পালা দিয়ে শুরু এবং লাউসেন চুরি পালা দিয়ে শেষ হচ্ছে। গ্রন্থে সুদীর্ঘ ৩৬ পৃষ্ঠা ভূমিকা ছাড়াও ১৪৪ পৃষ্ঠায় পালা গানগুলি উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থটি ডিমাই সাইজ এবং মূল্য ছিল দুই আনা। গ্রন্থের চিত্রাঙ্কন করেন নন্দলাল বসু। গ্রন্থের ভূমিকা অংশ অতি চমৎকার। অর্থাৎ সম্পাদিত গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত রূপে নির্মাণ করা হয়েছে সমীক্ষাত্মক গ্রন্থ ও গ্রন্থেতিহাসের বিমর্শ। ইংরাজিতে একে বলা হয় Higher criticism। এই অংশটি সাধারণত সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা অংশে সন্নিবেশিত হয়। Higher criticism-এ মূল গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, তার ইতিহাস, তার সমগ্র যাত্রাপথ ও বিস্তারলাভের নিরিখে, গ্রন্থকার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক এবং যাবতীয় তুলনাত্মক অধ্যয়ন। প্রাপ্ত ও সহতুলিত (collated) প্রত্যেকটি পুথির বিশদ ও অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া Higher criticism-এর অপরিহার্য অঙ্গ। এখানে সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থের ইতিহাস সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য দিয়েছেন। আবার বারো বছর পর এপিক পাবলিশার্স থেকে আলোচ্য *রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল* (প্রথম খণ্ড)-এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ মধ্যে শুধু আরো একটি পালা যুক্ত করা হয়, এবং গ্রন্থের মূল্য বেড়ে হয় পাঁচ টাকা। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কয়েক মাস পরই সুকুমার সেন অন্যতম সম্পাদক পঞ্চানন মণ্ডলকে এ বিষয়ে একটি চিঠি দেন। চিঠিটির ভাষা ছিল এ রকম[14]—

> রূপরামের আখড়া পালা ও তার পর থেকে তৈরি slipগুলি এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। সেগুলি বোধ করি তোমার কাছে আছে। সেগুলি পাঠিয়ে দিয়ো। আর তোমাদের ওখানে রূপরামের ভালো পুথি থাকলে কপি করে দিয়ো। রূপরাম এবার সমগ্র রূপে বেরুবে। (১০.১০.৫৬)

যদিও শেষ পর্যন্ত সুকুমার সেনের এই ভাবনা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

এরপর সাহিত্যসভা থেকে সুকুমার সেনের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়: *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* (১-৪ খণ্ড), *বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী ও গীতিত্রিংশতিকা* (১৩৫৪),*ইসলামি বাংলা সাহিত্য* (১৩৫৮), *চর্যাগীতি-পদাবলী* (১৯৫৬)। সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’র তাড়নায় এই অনবদ্য সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে সফল হয়েছেন। তাঁর স্বীকারোক্তিটি নিম্নরূপ[15]—

> প্রস্তুত গ্রন্থের অনেকগুলি প্রস্তাব বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। সাহিত্যসভার কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে ইহা সাহিত্যসভা-প্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইল।

তার কারণ উক্ত সাহিত্যের ইতিহাসের চারটি খণ্ড মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ কলেজ স্কোয়ার কলকাতা থেকে প্রচারিত হয়। এমনকি, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থ প্রকাশের 'কৈফিয়ত' অংশের শেষে লেখক বিনয়ের সঙ্গে জানান[১৬]—

> কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এ বই প্রকাশ করতে নারাজ হয়েছিলেন। দরিদ্র বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা সে কাজে এগিয়ে এলেন। তা 'না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ'।

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধজন সমাজে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম চট্টগ্রাম থেকে জানান[১৭]—

> শুনিলাম সুকুমার বাবু 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' নামে এক বই লিখিয়াছেন। আমি একবার দেখিতে চাই। কিন্তু কি রূপে পাইব। আমার মত ক্ষুদ্রলোক কি করিয়া তাঁহার সঙ্গে পাইয়া স্থাপন করি? (১৯.৬.৫২)

তার কিছুদিন পর ১০.০৯.১৯৫২ অন্য একটি চিঠিতে আবদুল করিম আক্ষেপের সঙ্গে এও জানান[১৮]—

> সুকুমার বাবু হইতে আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর আদায় করিতে পারিলেন না। আমি 'শনিবারের চিঠি'তে ঐ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়াছি। দেখিয়াছেন কি? তাঁহার বহিটি পাই নাই। আমার মত নগণ্য লোককে বহি দিলে তাঁহার মান থাকে কই?

এ গ্রন্থ সম্পর্কে সাহিত্যবিশারদ 'শনিবারের চিঠি'তে ভুল তথ্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচনার যৎসামান্য অংশ তুলে ধরা হলো[১৯]—

> প্রথমতঃ ইসলাম একটি ধর্মের নাম। যারা ইসলাম ধর্ম মানিয়া চলে, তারা মুসলমান। অতএব 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' হইলেই নামটা সার্থক হইত। 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য'র অর্থ দাঁড়ায় 'ইসলাম-ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য'। দ্বিতীয়তঃ মুসলমান-রচিত সাহিত্যেও বাংলা সাহিত্য এবং তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য আলোচ্য বিষয় এবং এর অপরিহার্য অঙ্গ। তজ্জন্য পৃথক নামে গ্রন্থ রচনায় স্বভাবতঃ মনে হয় 'চণ্ডালো শ্বপচালান্ত বহির্গ্রামাৎ প্রতিশ্রয়' ইত্যাদি নীতিই যেন অনুসৃত হইয়াছে। এতে সুকুমারবাবুর মনোভাবের প্রতি মুসলমানদের অশ্রদ্ধা জন্মাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

এছাড়া গ্রন্থের প্রচুর তথ্যের ভুলভ্রান্তি এবং মুসলমান কয়েকজন কবির আলোচনাও বাদ পড়েছে বলে সাহিত্যবিশারদ আক্ষেপ করেছেন।

তাঁর অন্যতম গ্রন্থ *বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী ও গীতিত্রিংশতিকা* কালীপদ সিংহের সময় (সচিব, সাহিত্যসভা) ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটির মূল্য ছিল আড়াই টাকা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন সাহিত্যসভার অন্যতম সভাপতি হেমেন্দ্রমোহন বসুকে। গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রটি তুলে ধরা হলো—

> সাহিত্যসভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, ছাত্রবৎসল অদীনপুণ্য আচার্য্য
> শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-বয়ঃপূর্ত্তি
> উপলক্ষ্যে এই গুরুপূজাঞ্জলি অর্পিত হইল॥

এরপর সাহিত্যসভা থেকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দে। সম্পাদনা করেন সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। গ্রন্থটি *কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল*। এ সম্পর্কে সাহিত্যসভার কর্ণধার সুকুমার সেন জানান[২০]—

> রায়মঙ্গলের বিবরণ প্রথম প্রকাশ করেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী। তখন থেকেই রচনাটি প্রাচীন সাহিত্যসন্ধানীর ও লোকসংস্কৃতি-গবেষকদের কৌতূহল জাগিয়ে এসেছে। এতদিন পরে বইটী ছাপা হয়ে বার হল ডক্‌টর সত্যনারায়ণের সম্পাদনায়। বর্ধমান সাহিত্যসভার সঙ্গতি নিতান্ত অল্প। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের খুবই গর্ববোধ। কিন্তু কোন পুরানো বই ছাপা হলে তা কেউ কিনে পড়েন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হলে পরীক্ষার্থীরা কিছু কেনে। কিন্তু পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হবার কোন সুদূর সম্ভাবনাও রায়মঙ্গলের দেখছি না। অতএব আড়াই শ কপি মাত্র ছাপানো গেল। তাতে মূল্য অযথা বেশি করতে হয়েছে। যার প্রয়োজন হবে তিনিই কিনবেন, এবং সে জন্যে তিনি নিশ্চয়ই বেশি দাম দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। বর্ধমান সাহিত্য সভার সঙ্গতি বিবেচনা করে সহৃদয় ক্রেতা নিশ্চয়ই রুষ্ট হবেন না।

গ্রন্থটি ডিমাই সাইজ এবং মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। গ্রন্থের ভূমিকা ছাড়াও ৯১ পৃষ্ঠায় পালা গানগুলি উল্লেখিত হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ গবেষণায় পুথির আধার থেকে গ্রন্থকে নবরূপে নির্মাণ করে তার সমগ্র দিগন্তকে বর্তমান সন্ধানী পাঠকের কাছে তুলে ধরার এই কঠিন ও অত্যন্ত উচ্চমানের বৌদ্ধিক পরিশ্রমসাধ্য সূক্ষ্ম কাজটি সাহিত্যসভা করেছে। এছাড়া সাহিত্যসভা থেকে *কীর্তিবিলাস* নাটক প্রকাশিত হয়।

৪ অন্যান্য কর্মসূচি

প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই সাহিত্যসভার কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে রাঢ় অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোচনা। তার অন্যতম প্রমাণ বর্ধমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা করে সাহিত্যসভা। যার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন পাঁচুগোপাল রায়। উক্ত ক্ষেত্রসমীক্ষার নিবেদন অংশটুকু এখানে তুলে ধরা গেল[২১]—

> মহাশয়
>
> বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা এই জেলার (পার্শ্ববর্তী ও সংলগ্ন অঞ্চলের) সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাদের মত উৎসাহী, শ্রদ্ধাশীল, দেশবৎসল ব্যক্তির সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পাশে অথবা সাদা কাগজে যথাযথ উত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র পাঠাইয়া দিয়া আমাদের সহায়তা করিবেন এই আশা করিতেছি। ইতি –
>
> বিনীত
> শ্রীপাঁচুগোপাল রায়
> সম্পাদক

এই উদ্যোগ কিছুটা হলেও সফল হয়েছিল। সাহিত্যসভার সম্পাদক জানান[২২]—

> সভার আর একটী কার্য্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ সুকুমার সেন ও শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয় বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া বর্দ্ধমান জেলার লক্ষ্মীপুরে প্রস্তর নির্ম্মিত লক্ষ্মী সরস্বতী সহ একটী বাসুদেব মূর্ত্তি আর দুইটী মূর্ত্তির খণ্ডাংশ আবিষ্কার করিয়া তাহা লইয়া আসিয়াছেন এবং সভাকে উপহার দিয়াছেন।

অন্য দিকে রাঢ়ের সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসাবে আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহে এক সময় উদ্যোগী হয় এই সভা। সে লক্ষ্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 'প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দকোষ সঙ্কলন সমিতি' (১৩৪৮) প্রতিষ্ঠিতও হয়। এই সমিতির সদস্য ছিলেন সুকুমার সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী, কালীপদ সিংহ, ভবানীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। তবে এই উদ্যোগ খুব বেশি অগ্রসর হয়নি।

'বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা' বর্ধমান শহরকেন্দ্রিক একটি প্রতিষ্ঠান হলেও এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছিলেন বহু বিদগ্ধজন। যেমন, সাহিত্যসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে বনফুল তাঁর 'মানদণ্ড' উপন্যাসের প্রথম খড়সা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন (১৩৬৩)। যদিও এর পূর্বে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে ১৩ জুন, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত নতুন নাটক পাঠ করেন। সাহিত্যসভার পঞ্চম বর্ষে ৩০ নভেম্বর এক বিশেষ অধিবেশনে সুকুমার সেনের গৃহে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ও রাষ্ট্রভাষা' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্যসভা এরূপ কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদগ্ধজনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে। যেমন, সাহিত্যসভার ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে (১২ জুন) কাজী নজরুল ইসলমের ৫১ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এমনকি, সুকুমার সেন ২৭.০৫.১৯৫৯ তারিখে পঞ্চানন মণ্ডলকে একটি চিঠিতে[২৩] জানান, 'সাহিত্যসভা থেকে নন্দবাবুর সংবর্ধনা করতে হবে। আমি ৪ঠা জুন বর্ধমান যাচ্ছি। তার পরে তুমি ছবি নিয়ে ওখানে আসতে পার।'

সাহিত্যসভার মাসিক অধিবেশনে মূলত সংগীত, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ পাঠ করা হতো। কখনও কখনও সাহিত্যসভার তত্ত্বাবধানে নানা নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। তার মধ্যে সাহিত্যসভার অধিবেশনগুলিতে প্রায়ই প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পী শান্তিদেব ঘোষ উপস্থিত থাকতেন ও সংগীত পরিবেশন করতেন। তিনি আচার্যকে প্রভূত সম্মান করতেন। মাঝে মাঝে সঙ্গে এসরাজ নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে এসেও তিনি সংগীত পরিবেশন করতেন। কবিগুরুর লেখা গান অনায়াসে খালি গলায় তিনি বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই পরিবেশন করতে পারতেন। এছাড়া সাহিত্যসভায় নানা সময়ে সংগীত পরিবেশন করেন রমেন চৌধুরী, রাখহরি সরকার, প্রথম দে, কেয়া মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা সেন প্রমুখ সংগীতবিদ। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যসভার আজীবন সদস্য রাখহরি সরকার জানান[২৪]—

> বর্ধমানের বেশ কয়েকটি প্রখ্যাত গায়ক গায়িকা রিনি চৌধুরী, তন্ময় চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু দাস ছাড়া নিত্যানন্দ মিত্র ও যুগল মিত্র বাদে বহু শিশু শিল্পী তাঁকে [সুকুমার সেন] সঙ্গীত

> শুনিয়ে ধন্য হতে দেখেছি এবং সেটা সাহিত্য সভায় উপস্থিত থেকে। সাহিত্য সভা বন্ধ হওয়ায় এবং আচার্যের তিরোধান আমায় সঙ্গীত চর্চায় বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

রাখহরি সরকারের এ মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যসভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল সংগীত পরিবেশন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের একটি অপ্রকাশিত চিঠির অংশবিশেষ[২৫] তুলে ধরা হলো, 'রবিবার আমার এখানে অধিবেশন হচ্ছে। পার তো এস, তবে কোনই attraction নেই। এখানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্যে একদিন কাউকে নিয়ে এস না কেন।'

সাহিত্যসভার অধিবেশনগুলি কেবল সাহিত্য আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ থাকত না। সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসেবে পট-প্রদর্শন ও কবিগানের আয়োজন হতো। তার নিদর্শন হিসাবে সুকুমার সেনের অপ্রকাশিত দুটি চিঠির অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো। ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭-তে লেখা প্রথম চিঠিটি[২৬] ছিল এ রকম: 'ধর্মমঙ্গলে-গায়কদের সঙ্গে দিন ঠিক করে ফেল। আমি ২৪ সে ফিরব। বর্ধমান যাব ২৭ সে নাগাদ।' আর কিছুদিন পর দ্বিতীয় চিঠিতে[২৭] পঞ্চানন মণ্ডলকে জানান, 'ধর্মমঙ্গল গাইতে কবে আসছে? তুমি অবশ্যই সঙ্গে বা সেই সময়ে আসবে' (৪.১০.১৯৫৭)। এর সঙ্গে সাহিত্যসভার কিছু অধিবেশনে বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাটকের মঞ্চায়ন। ১৯৪১ থেকে ১৯৭৬ নানা সময়ে নানা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে মঞ্চস্থ হয় *বিজয়া*। নরেন মল্লিকের গৃহে কবিগুরুর *খ্যাতির বিড়ম্বনা* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন পাঁচুগোপাল রায়। পরে 'সুবাস্তু' ভবনে বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের *চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা, মালিনী, শেষ রক্ষা* ইত্যাদি। সাহিত্যসভার অন্যান্য সদস্য ছড়াও নাটকগুলি মঞ্চস্থ হওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন সুকুমার সেনের ভাই সুশীল কুমার সেন। তিনি 'মালিনী' নাটকের অভিনেতা হিসাবে অংশ নেন।

সাহিত্যসভা যে বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম চর্চাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য। আচার্য সুকুমার সেনের ছত্রচ্ছায়ায় শতাধিক গবেষক গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত সাত জন বর্দ্ধমান সাহিত্যসভাকে অবলম্বন করে গবেষণা কাজে সফল হয়ে উপাধি লাভ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পঞ্চানন মণ্ডল, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক), শিবনাথজী (বিশ্বভারতীর হিন্দি বিভাগের অধ্যাপক), গোপেশচন্দ্র দত্ত (শ্যামসুন্দর কলেজের অধ্যাপক), রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আবদুস সমাদ (বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ভালুটিয়া কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক)—এঁরা সকলেই তাঁদের গবেষণার অনেক অংশ সাহিত্যসভায় পাঠ করতেন। তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ হতো আচার্য সেনের উপস্থিতিতে।

সাহিত্যসভা সেকালে বিদগ্ধজনের কাছে সমাদৃত হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'সুবাস্তু'র কাছাকাছি থাকতেন জননেতা নারায়ণ চৌধুরী ও দাশরথি তা। তাঁদের *বর্ধমান* ও *দামোদর* পত্রিকায় সাহিত্যসভার অনুষ্ঠানের সংবাদ নিয়মিত পরিবেশিত হতো। তাঁরা মাঝে মাঝে স্বয়ং সাহিত্যসভায় উপস্থিত হতেন, সভ্য না হয়েও। এরূপ একটি সংবাদ পরিবেশন করা হলো। সংবাদটি 'বেতার জগৎ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এরূপ—

> গত ১২ই জুন ডক্টর সুকুমার সেনের বাসভবনে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সভাপতিত্বে বর্ধমান সাহিত্য-সভার ত্রয়োদশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কুমারী কেয়া মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হল। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বাঁকুড়ার শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত সংগৃহীত প্রাচীন বাউল সঙ্গীত ও শ্রীপাঁচুগোপাল রায় ছোটগল্প পাঠ করেন। শ্রীমান সুভদ্রকুমার সেন আবৃত্তি উপভোগ্য হইয়াছিল। কবি নজরুল ইসলামের ৫১ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কবিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীসুখেন্দু সরকার ও মিঃ ভি ভি জর্জ সভার নূতন সভ্য নির্বাচিত হইলেন।
>
> গত ১৩ ই জুন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত নূতন নাটক পাঠ করেন। ...

সাহিত্যসভায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির গুরুগম্ভীর আলোচনার পাশাপাশি জলযোগের আয়োজনও থাকত। প্রসঙ্গত সভার আজীবন সদস্য রাখহরি সরকারের স্মৃতিচারণার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো[২৮]—

> সাহিত্য সভায় অধিবেশনে যতবার উপস্থিত থেকেছি কখনও শুধু চা দিয়ে আপ্যায়িত হতে হয়নি। কিছু খাবার থাকতই। 'বর্ধমান সাহিত্য সভা' লেখা কাপ ডিসেই চা বিতরণ করা হতো।

সাহিত্যসভার রজতজয়ন্তী বর্ষে (১৯৬১) বর্ধমান টাউন হলে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ভারতের ভাষা সমস্যা' নিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গোপাল হালদার, প্রথমনাথ বিশী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রমথনাথ চৌধুরী প্রমুখ দিকপাল সাহিত্যিক। রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। তিনি কালনা রোডে বিকেল পাঁচটায় ডাকবিভাগের সুরেশ মেমোরিয়াল হলে সংগীত পরিবেশন করেন। কেবল একদিন সকালে স্কুল বোর্ডে একটি অনুষ্ঠান হয় 'বৈদিক যুগ হতে আধুনিক যুগের সঙ্গীতের ধারা'। যেখানে ডি এল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখের বেশ কিছু সংগীত গীত হয়। পরিচালনায় ছিলেন রমেন চৌধুরী ও রাখহরি সরকার। ওই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভবনে তাঁদেরই পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সংগীত সহযোগে একটি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন কুমারি তৃপ্তি আইচ। রচনায় ছিলেন সুভদ্র সেন ও আলো মিত্র।

৫ 'বামুন গেল ঘর তো, লাঙ্গল তুলে ধর'

কয়েক বছরের মধ্যেই বর্ধমান সাহিত্যসভা তার আর্থিক দিকটি মজবুত করে তোলে। পঞ্চম বর্ষের 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশ পাঠ করলে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। সম্পাদক প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে জানান[২৯]—

> সভার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। সদস্য সংখ্যাও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সদস্যগণের দেয় চাঁদাও নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হইতেছে। ইহা প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই উৎসাহের বিষয়।

'সভার আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে' তার কারণ সাহিত্যসবার প্রথম বর্ষে (১৩৪৪) চাঁদা বাবদ প্রাপ্য ওঠে ৩৪ টাকা। সাহিত্যসভার খরচ বাদে মাত্র পাঁচ বছরে (১৩৪৮) প্রায় ১৫৭ টাকা জমা হয়। এ থেকেও সাহিত্যসভার জনপ্রিয়তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

সাহিত্যসভার আজীবন সদস্য ছিলেন সমাজের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ: বর্ধমানের শচীকুমার মিত্র, প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কালীপদ সিংহ, পাঁচুগোপাল বারিক, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, বৈদ্যনাথ দে; শান্তিনিকেতনের পঞ্চানন মণ্ডল; কলকাতার সুধীন্দ্রনাথ সরকার, মনীন্দ্রনাথ রায় মিত্র, সুভদ্রকুমার সেন, বিজিতকুমার দত্ত, প্রবোধনারায়ণ সিংহ; মধ্যপ্রদেশের ডি ডি জর্জ্জ প্রমুখ।

তবে ১৯৭৬ সালের পরে সাহিত্যসভার কর্মকাণ্ড সংকুচিত হয়ে যায়। অধিবেশনগুলিও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এর কর্মসূচি। সুকুমার সেনের উপস্থিতিতে শেষ অধিবেশন হয় ১৯৯০ সালের ২৬ ডিসেম্বর। তার আগে বেশ কিছুদিন মনে হয় পারিবারিক কারণে ১৯৮৪ সাল থেকে অধিবেশন প্রায় বন্ধই ছিল।

আজ আমরা যে রাঢ় অঞ্চলের ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করছি, তার মূলে ওই অগ্রজ জ্ঞানতাপস মানুষটি। সুকুমার সেন মননশীল, সৃজনধর্মী গবেষণার ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় এক ব্যতিক্রমী ব্যতিত্ব। সুকুমার সেনের *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থ প্রকাশ এবং সযত্নে লালিত ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা’র প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এ কথা বলা যায়, এই গ্রন্থ ও সাহিত্যসভা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-জিজ্ঞাসুদের কাছে অমর করে রাখবে।

সূত্র নির্দেশ

১. ‘বর্দ্ধমান সাহিত্য-সভা প্রথম বর্ষের কার্য্যবিবরণ’, প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ। এরপর কার্য্যবিবরণটি ‘১৩৪৪ কার্য্যবিবরণ’ নামে উল্লেখিত হবে।

২. ‘বেঁচে থাক ‘সাহিত্যসভা’র ইতিহাস’, সুনন্দনকুমার সেন, *আনন্দবাজার পত্রিকা* বর্ধমান বিভাগ, ২৭ নভেম্বর ২০১৭।

৩. *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* সুকুমার সেনের একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যথা: ‘প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় গদ্যের ভঙ্গি’ (বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৩), ‘বাঙলায় নারীর ভাষা’ (বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৪), ‘ব্রজবুলি’ (বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ৩), ‘শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস’ (বর্ষ ৪০ সংখ্যা ১), ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ’ (বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৩), ‘গোবিন্দদাস কবিরাজ’, ‘কয়েকটি নূতন সহজিয়া পদ’, ‘মালাধর-বসু (গুণরাজ-খান)-লিখিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, ‘বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল’ ইত্যাদি।

৪. পঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান শাখায় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যথা— ‘বর্ধমান জেলা সাহিত্য সম্মেলন (দাঁইহাট অধিবেশন) সভাপতির ভাষণ’, ‘রাঢ়ের রাজধানী কোডিবরিসের সন্ধান’।

৫. ‘সম্পাদকের নিবেদন’, প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা বিবরণী’ পঞ্চম বর্ষ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠা ১০। এরপর কার্য্যবিবরণটি ‘১৩৪৮ কার্য্যবিবরণ’ নামে উল্লেখিত হবে।

৬. ‘১৩৪৪ কার্য্যবিবরণ’।

৭. ‘বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা নিয়মাবলী’, ‘বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা বিবরণী’, প্রাণদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), চতুর্থ বর্ষ, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। এরপর কার্য্যবিবরণটি ‘১৩৪৭ কার্য্যবিবরণ’ নামে উল্লেখিত হবে।

৮. ‘১৩৪৮ কার্য্যবিবরণ’, পৃষ্ঠা ১০।

৯. *বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়* প্রথম খণ্ড, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (সঙ্কলক ও সম্পাদক), এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৭৮। এই গ্রন্থে বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

১০. 'মহাকবি রূপরাম-জয়ন্তী', পঞ্চানন মণ্ডল, শারদীয় বর্ধমানের বার্তা, *বর্ধমান* (পত্রিকা), ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২৯।

১১. 'মদনমোহন গোস্বামীর অপ্রকাশিত পত্রাবলি', বর্তমান প্রাবন্ধিকদ্বয়, *কথা সোপান* (পত্রিকা), কলকাতা, অক্টোবর ২০২০, পৃষ্ঠা ১৬৬।

১২. 'অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত তিন পত্র', বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রণবকুমার সাহা, সৌদামিনী স্মৃতিগ্রন্থ, রূপালী জয়ন্তী বর্ষ ২০১৭-১৮, বীরঝরা কন্যা মহাবিদ্যালয়, অসম, ২০১৯, পৃষ্ঠা ১৩৪।

১৩. '১৩৪৮ কার্য্যবিবরণ', পৃষ্ঠা ১০।

১৪. পঞ্চানন মণ্ডলকে লেখা সুকুমার সেনের অপ্রকাশিত চিঠি। সংগ্রাহক বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রণবকুমার সাহা ও সঞ্জয় হাঁসদা। সৌজন্য: পল্লীশ্রী লাইব্রেরী, শান্তিনিকেতন।

১৫. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা নিবেদন অংশ।

১৬. *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* সুকুমার সেন, বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ২।

১৭. 'সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিমের অপ্রকাশিত পত্রাবলি', বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রণবকুমার সাহা ও সঞ্জয় হাঁসদা, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* বর্ষ ১২৪, সংখ্যা ১-২, পৃষ্ঠা ৬৬।

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭।

১৯. *শনিবারের চিঠি,* শ্রাবণ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৯০।

২০. *কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল,* সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১৩।

২১. বর্ধমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কয়েকটি প্রশ্ন এখানে তুলে ধরা হলো। যথা— গ্রামের প্রাচীনত্ব, প্রাচীনত্বের নিদর্শন, মন্দির পরিত্যক্ত কি দেবাধ্যুষিত, ধর্ম্মঠাকুর আছেন কি না, গাজন হয় কি না, অপর গ্রাম দেবদেবী আছেন কি না, গ্রামে কোন বিশেষ উৎসব বা মেলা হয় কি না ইত্যাদি।

২২. '১৩৪৭ কার্য্যবিবরণ', পৃষ্ঠা ৯।

২৩. পঞ্চানন মণ্ডলকে লেখা সুকুমার সেনের অপ্রকাশিত চিঠি। সংগ্রাহক বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রণবকুমার সাহা ও সঞ্জয় হাঁসদা।

২৪. 'আমার চোখে সাহিত্য সভা ও সুকুমার সেন', রাখহরি সরকার, 'বর্ধমানিয়া' বর্ধমান প্রেমী ভাষাচার্য সুকুমার সেনের জন্মশতবর্ষের স্মরণে আয়োজিত আলোচনাচক্র, ৩০ নভেম্বর ২০০২। এরপর আলোচনাচক্রটি 'বর্ধমানিয়া' নামে উল্লেখিত হবে।

২৫. পঞ্চানন মণ্ডলকে লেখা সুকুমার সেনের অপ্রকাশিত চিঠি। সংগ্রহাক বর্তমান প্রাবন্ধিক প্রণবকুমার সাহা ও সঞ্জয় হাঁসদা।

২৬. তদেব।

২৭. তদেব।

২৮. 'বর্ধমানিকা'।

২৯. '১৩৪৭ কার্য্যবিবরণ', পৃষ্ঠা ৯।